[redacted]

[redacted]

নাম প্রকাশ না করার শর্তে স্থানীয়রা জানান, তুচ্ছ ঘটনায় সৃষ্ট রক্তক্ষয়ি সংঘর্ষে নাহারুল ইসলাম নিহত হন। এসময় উভয় পক্ষের ৮ জন গুরুতর আহত হন।

গাংনী থানার ওসি তাজুল ইসলাম জানান, খবর পাওয়ার পর পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থলে পৌছেছেন। লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করে ময়নাতদন্তের জন্য মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের মর্গে নেওয়ার প্রস্তুতি চলছে।

এদিকে সংঘর্ষে নিহতের ঘটনার পর এলাকায় চলছে চরম উত্তেজনা।

গাংনীতে সড়ক দুর্ঘটনায় পাখিভ্যান চালক নিহত

স্যালো ইঞ্জিন চালিত অবৈধ স্ট্রীয়ারিং গাড়ির ধাক্কায় লিটন (৩৮) নামের এক পাখিভ্যান চালক নিহত হয়েছেন।
নিহত লিটন গাংনী উপজেলার হাড়িয়াদহ গ্রামের ইয়াসিন আলীর ছেলে।

আজ সোমবার (৫ আগষ্ট) বিকালের দিকে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের গাংনী উপজেলার ছাতিয়ান বাসস্ট্যান্ডের কাছে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

তবে, অবৈধ যান স্ট্রীয়ারিং গাড়ির চালক কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার নওদা আজমপুর গ্রামের হামজাদ আলীর ছেলে জনি মিয়াকে জনগণ আটক করে রাখলেও কঁমারীডাঙ্গা ক্যাম্পের ইনচার্জ এসআই সোয়েবুর রহমান তাকে ছেড়ে দেন।

স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, পাখিভ্যান চালক লিটন বামন্দী থেকে ছাতিয়ানের দিকে যাচ্ছিলেন। এসময় পেছন দিক থেকে দ্রুতগামী স্ট্রিয়ারিং গাড়িটি গিয়ে তাকে ধাক্কা দিলে রাস্তার উপর পড়ে গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়ার সময় মারা যান তিনি।

খবর পেয়ে কুমারীডাঙ্গা ক্যাম্পের ইনচার্জ এসআই সোয়েবুর রহমানের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থলে পৌছান। পরে অজ্ঞাত কারনে

স্ট্রীয়ারিং এর ঘাতক চালক জনি মিয়াকে ছেড়ে দেন।

এসআই সোয়েবুর রহমান জানান, বিষয়টি উভয় পক্ষই মিমাংসা করে ফেলাই তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

গাংনীতে কমিটি বাতিলের দাবিতে মানববন্ধন

গাংনীতে গোপনে গঠিত আর বি জি এম মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি বাতিলের দাবিতে মানববন্ধন করেছে এলাকাবাসী।

আজ রবিবার সকাল ১০ টার সময় আর বি জি এম মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এলাকাবাসীর অংশগ্রহণে এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, গোপনে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ম্যানেজিং কমিটি গঠন করেন। যেটা আমাদের অজানা। আমরা এই কমিটি মানিনা। আমরা অতি দ্রুত এই কমিটি বাতিল করে সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে কমিটি গঠন করার জোর দাবি জানদচ্ছি।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন আর বি জি এম মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থী সবুজ খান।

রামনগর গ্রামের ইউপি সদস্য আরিফুল ইসলাম বলেন, প্রধান শিক্ষক দীর্ঘদিন ধরে অনিয়ম করে আসছে।এমনকি গোপনে ম্যানেজিং কমিটি গঠন করেছে। এলাকাবাসী জানে না।তাই এই কমিটি বাতিল করে নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন কমিটি গঠন করতে হবে।তাছাড়া প্রধান শিক্ষক প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের সাথেও দুর্ব্যবহার করে।

মানববন্ধনের সমন্বয়ক মো. বিপ্লব হোসেন বলেন, বিদ্যালয়ের গোপনে কমিটি গঠনসহ নানা অনিয়ম রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। এই কমিটি বাতিল করে নির্বাচনের মাধ্যমে কমিটি গঠন করার দাবি জানাচ্ছি সেই সাথে প্রধান শিক্ষকের পদত্যাগ দাবি করছি।

আর বি জি এম মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সাবেক সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আবুল হাশেম খান বলেন, প্রধান শিক্ষক কিভাবে কমিটি গঠন করেছে

তা আমি কিছুই জানিনা। আমি চায় নির্বাচনের মাধ্যমে একটি সুন্দর কমিটি গঠন করা হোক।মানববন্ধনে এলাকার বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

আর বি জিএম মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. হাবিবুর রহমান লিখন বলেন, আমি নিয়মের বাইরে কোনো কাজ করিনি। সবকিছু নিয়মের মাধ্যমে হয়েছে।

এ বিষয়ে গাংনী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মো. হোসনে মোবারক বলেন, এখনো কেউ লিখিত অভিযোগ দেয়নি। অভিযোগে অনিয়ম পেলে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

গাংনীতে খারিজ বন্ধ, ভোগান্তি চরমে

যোগদানের তিন সপ্তাহ পেরিয়ে গেলেও মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সাদ্দাম হোসেন খারিজের (নামজারি) কাজ শুরু না করায় চরম বিপাকে পড়েছে ভূমি মালিকরা।

দিনের পর দিন ভুমি অফিসে ধরণা দিয়েও নামজারি না করতে পেরে ক্ষোভ প্রকাশ করে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি করেছে এলাকাবাসি।

জানা গেছে, চলতি বছরের জুলাই মাসের ১০ তারিখে সহকারী কমিশনার (ভূমি) সাদ্দাম হোসেন গাংনীতে যোগদান করেন। যোগদানের পর থেকে জুলাই মাসের শেষ দিন পর্যন্ত কোন নামজারি করা হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে।

নামজারি না হওয়ায় সৃষ্টি হচ্ছে নিত্য নতুন জটিলতা। এতে বাড়ছে ভূমি বিরোধ ও নতুন নতুন দেওয়ানি মামলার।

এদিকে নামজারির আবেদন পড়ে থাকায় ভূমি সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে উপজেলাবাসী। নামজারি, ভূমি উন্নয়নকর পরিশোধসহ নানা ধরনের সেবা পেতে ভোগান্তি পোহাচ্ছে হচ্ছে।

নামজারি সহ ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে কথা বলার জন্য ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থেকেও সহকারী কমিশনার (ভূমি) সাদ্দাম হোসেনের সাক্ষাৎ না পাওয়ার অভিযোগ করেছে বেশ কয়েকজন ভূমি মালিক।

ভুক্তভোগীদের অভিযোগ, নামজারি না হওয়ার কারনে ভূমি রেজিস্ট্রিও করতে পারছে না অনেকে। নামজারি, মিস কেসসহ বিভিন্ন সেবা পেতে দিনের পর দিন ঘুরতে হচ্ছে ভূমি অফিসের বারান্দা।

সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের দলিল লেখক কামরুজ্জামান বলেন, নতুন এসি ল্যা- স্যার জয়েন করে খারিজ (নামজারি) করেননি। খারিজ না হওয়ার জমি রেজিস্ট্রি কম হচ্ছে এবং মানুষের খুব ভোগান্তি হচ্ছে। গাংনী একটি বড় উপজেলা এভাবে খারিজ বন্ধ হয়ে থাকা উচিৎ নয়।

একটি সূত্রে জানা গেছে, নামজারি বন্ধ থাকায় গত কয়েকদিনেই ১২শ ৫০ টি ফাইলের স্তুপ জমা হয়েছে। এসি ল্যা- নামজারি শুরু না করায় গত বুধবার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা প্রীতম সাহা এসি ল্যাণ্ডের উপর অসন্তোশ প্রকাশ করেছেন বলে জানা গেছে।

কাজিপুর গ্রামের আব্দুল করিম বলেন, জমি বিক্রি করে ছেলেকে বিদেশে পাঠাবেন কিন্তু নাম জারি না হওয়ার কারনে জমি রেজিষ্টি করতে না পেরে বিপাকে পড়েছেন তিনি।

তেঁতুলবাড়িয়া গ্রামের রফিবুল ইসলাম বলেন,বাবা মারা গেছে। বাবার জমি নিয়ে পারিবারিক বিরোধ চলছে। নামজারি করতে না পারায় বন্টননামা রেজিস্ট্রেশন করা যাচ্ছেনা। তাই নাম জারি করা হলে দ্রুত বিরোধ নিস্পত্তি হবে।

ধানখোলা গ্রামের খবির উদ্দীন বলেন, তিনি সৌদি আরবে থাকেন সম্প্রতি বাড়িতে এসেছেন। পারিবারিক কারনে একটি জমি বিক্রি করতে হবে। নামজারি না থাকার কারনে রেজিষ্টি করতে পারছেন না। তিনি আগামী ১২ আগষ্ট রাতে সৌদ্দি আরব চলে যাবেন।

নামজারি না করার বিষয়ে জানতে চাইলে গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সাদ্দাম হোসেন কথা বলতে রাজি হননি।

জেলা প্রশাসক শামীম হাসান বলেন, নামজারি বন্ধের বিষয়টি তিনি অবগত হওয়ার পর দ্রুত নামজারি করার জন্য সহকারী কমিশনার (ভূমি) সাদ্দাম হোসেনকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

গাংনীতে আইনশৃংখলা ও চোরাচালান প্রতিরোধ বিষয়ক সভা

মেহেরপুর গাংনীতে আইন শৃঙ্খলা ও চোরাচালান প্রতিরোধ কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকাল ১০ টার সময় গাংনী উপজেলা প্রশাসন এ সভার আয়োজন করেন।

গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এমএ খালেকের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহা।

উপজেলা সভাকক্ষে আইন শৃঙ্খলা ও চোরাচালান প্রতিরোধ বিষয়ক সভায় উপস্থিত ছিলেন গাংনী ২ আসনের সাবেক সাংসদ বীর মুক্তিযোদ্ধা মকবুল হোসেন,উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান নাসিমা খাতুন, ভাইস চেয়ারম্যান ফারুক হাসান,বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা, পুলিশ র্যার ও বিজিবি সদস্যরা।

বর্তমান পরিস্থিতিতে গাংনীতে নিয়োজিত আইনশৃংখলা বাহিনীর সকলকে সচেতন থেকে পরিস্থিতি মোকাবিলায় তৎপর থাকার নির্দেশনা দেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা প্রীতম সাহা।

গাংনীতে পুকুরে গোসল করতে গিয়ে প্রাণ গেল কিশোরের

গাংনীতে পুকুরে গোসল করতে গিয়ে আসমাউল (১৪) নামের এক কিশোর মারা গেছে।

আজ মঙ্গলবার (৩০ জুলাই) বিকাল সাড়ে তিনটার সময় বাঁশবাড়িয়া

গ্রামের আবু বক্করের পুকুরের পানিতে ডুবে মারা যান তিনি। নিহত আসমাউল গাংনী পৌরসভার ২ নং ওয়ার্ডের শিশিরপাড়া গ্রামের আনারুল ইসলামের ছেলে।

স্থানীয় পৌর কাউন্সিলর মিজানুর রহমান এই তথ্য নিশ্চিত করে বলেন, আসমাউল পেশায় ইঞ্জিনচালিত ট্রলি চালক। আজ কাজ না থাকায় বন্ধুদের সাথে ওই পুকুরে গোসল করতে যায়। সাতার না জানায়, পুকুরের পানিতে তলিয়ে যায় সে। খোঁজাখুঁজির এক পর্যায় আসমাউলের মরদেহ পানিতে ভেসে উঠে।

খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স ও গাংনী থানা পুলিশের টিম ঘটনাস্থলে পৌছে মরদেহ উদ্ধার করে।

গাংনী থানার ভার কর্মকর্তা (ওসি) মো: তাজুল ইসলাম বলেন, নিহতের মরদেহ পরিবারকে হস্তান্তর করা হয়েছে।

গাংনীতে জামার নিতে গিয়ে দর্জির শ্লিলতাহানির চেষ্টা, স্কুল ছাত্রীর আত্মহত্যা

দর্জির শ্লীলতাহানির চেষ্টার অপমান সইতে না পেরে বৃষ্টি খাতুন
(১৪) নামের এক স্কুল ছাত্রী আত্মহত্যা করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

বৃষ্টি খাতুন গাংনী উপজেলার জুগিন্দা গ্রামের বাজারপাড়া এলাকার আসাদুল হকের মেয়ে ও চিৎলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেনীর ছাত্রী।

গতকাল সোমবার (২৯ জুলাই) সকালের দিকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায় সে। সেখানেই তার ময়না তদন্ত শেষে পরিবারের কাছে মরদেহ হস্তান্তর করা হয়েছে।

বৃষ্টির বড় চাচা আনারুল ইসলাম জানান, গত রবিবার সন্ধ্যায় পোষাক তৈরী করতে বৃষ্টি প্রতিবেশী দর্জি শরিফুল ইসলামের বাড়িতে যায়।

শরিফুল পোষাক তৈরীর মাপ নিতে গিয়ে বৃষ্টির শ্লীলতাহানির চেষ্টা করে। পরে বাড়িতে এসে বৃষ্টি খাতুন বিষয়টি তার দাদি মাজেদা খাতুনকে জানায়। শুনার পর দাদি মাজেদা নাতনীর শ্লীলতাহানির অভিযোগ নিয়ে শরিফুলের কাছে যান। তবে শরিফুল ইসলাম এটি মিথ্যা দাবি করেন।

বৃষ্টি বিষয়টি তার দাদিকে জানানোর পর শরিফুলের বাড়িতে যাওয়ার পরপরই নিজ কক্ষের দরজা লাগিয়ে ফ্যানের সাথে ওড়না পেঁচিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। মাজেদা খাতুন শরিফুলের বাড়ি থেকে ফিরে বৃষ্টির কক্ষটি ভিতর থেকে বন্ধ পান। প্রতিবেশীদের সহায়তায় কক্ষের দরজা ভেঙ্গে তাকে ফ্যানের সাথে ঝুলতে দেখেন।

এসময় তাকে উদ্ধার করে প্রথমে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নেন। তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় ওই রাতে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল রেফার্ড করেন চিকিৎসক। গতকাল সোমবার সকালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায় সে।

এদিকে দর্জি শরিফুল ইসলাম নিজের দোষ ঢাকতে উল্টো বৃষ্টিকেই চরিত্রহীন অপবাদ দিয়েছেন। বৃষ্টি এলাকার বিভিন্ন ছেলেদের সাথে প্রেম করে বেড়াতো বলে অপবাদ দেন।

এদিকে বৃষ্টির মা সাগরি খাতুন তার মৃত্যুর জন্য দর্জি শরিফুল ইসলামকে দোষারুপ করে তার বিচার দাবি করেন। তিনি বলেন, শরিফুলের শ্লিতাহানির চেষ্টার কারনেই আমার মেয়ে আত্মহত্যা করেছে।

অভিযুক্ত দর্জি শরিফুল ইসলাম জুগিন্দা গ্রামের বাজারপাড়ার সদর আলীর ছেলে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো: তাজুল ইসলাম জানান, আত্মহত্যার ঘটনাটি শুনেছি। অভিযোগ পেলে, তদন্ত সাপেক্ষ আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

গাংনীতে দু’বছরেও শেষ হয়নি প্রায় ৫ কোটি টাকার ব্রিজ নির্মাণ কাজ

নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে গেলেও মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার যুগিদা- কুচুইখালী ব্রিজের নির্মাণ কাজ না হওয়ায় চরম ভোগান্তিতে পড়েছে অন্তত ২০ গ্রামের কয়েক লাখ মানুষ। ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান মাত্র ২০ ভাগ কাজ শেষ করে অর্ধেক বিল তুলে নিয়েছেন। মাঝে মধ্যে দু একজন শ্রমিক এসে কাজ করে চলে যান। তবে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে কাজ সম্পন করার তাগিদ দেয়া ছাড়াও কাজের মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে বলে দাবী করেছেন গাংনী উপজলা প্রকৌশল অফিস।

জানা গেছে, ২০২১-২২ অর্থ বছরর বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে অনূর্ধ ১০০ মিটার ব্রিজ প্রকল্পের আওতায় ৬৩ মিটার ব্রিজ নির্মাণের কাজ পায় স্থানীয় সরকার প্রকৌশলী। সে অনুযায়ি গাংনীর যুগিদা- কুচুইখালী রাস্তার ছেউটিয়া খালের উপর ব্রিজ নির্মাণ কাজ শুরু হয়। কামার জানি সুমন জেভি নামের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ২০২২ ফেব্রুয়ারি মাসে কাজ শুরু করেন। যার প্রাক্কলিত ব্যায় ধরা হয় চার কাটি ৭১ লাখ টাকা।

মাত্র কয়েকজন শ্রমিক দিয়ে কাজ করায় অদ্যাবদি মাত্র ২০ শতাংশ কাজ করা হয়। পুরাতন ব্রিজটি অকেজো ও চলাচলের অযোগ্য হওয়ায় ব্রিজ নির্মানের উদ্যোগ নেয়া হলেও তা ভেস্তে গেছে। ওই ব্রিজের ওপর দিয়ে অন্তত: ২০ গ্রামের কয়েক লাখ লোক চলাচল করেন। এদের মধ্যে সিংহভাগই রয়েছেন শিক্ষক শিক্ষার্থী চাকরীজীবী ও ব্যবসায়ী। পুরাতন ব্রিজ ভেঙ্গে ফেলা ও বাইপাশ না থাকায় বিব্রতকর পরিস্থিতে পড়ছেন এলাকাবাসী।

জুগিদা গ্রামের ব্যবসায়ী মফিজুল ইসলাম জানান, ব্রিজটি না হওয়ায় এলাকার মানুষের নানা সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। ব্যবসা বাণিজ্য শিক্ষা ও কৃষি পণ্য পরিবহণে নানা ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। কয়েক কিলোমিটার ঘুরে যাতায়াত ও পণ্য পরিবহন করায় অনেক খরচ বেড়েছে। একই কথা জানালেন শিক্ষক সিয়াম ও শিক্ষার্থী আবু জাফর। তারা বলেন, ব্রিজটি নির্মিত হলে এলাকাবাসী সব ধরনের সুবিধা পেতো অথচ এটা এখন সবার গলার কাঁটা হয়ে দাড়িয়েছে। ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের লোকজন

তিন থেকে চার দফায় কাজ করতে আসেন। দুয়েকদিন কাজ করে চল যায়। ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের কাছে শ্রমিকদের টাকা বকেয়া পড়ে যাওয়ায় কোন শ্রমিক আর কাজ করতে চাইছেন না।

কচুইখালি গ্রামের ইজিবাইক চালক রুপক বলেন, ভাঙ্গা ব্রিজের ওপর দিয়ে চলাচল করা যায় না। ব্রিজের এপার থেকে ওপারে যেতে ১০ গ্রাম ঘুরতে হয়। সাইকেল মোটরসাইকেল নিয়েও যাওয়া কষ্টকর। বাঁশবাড়িয়া গ্রামের ট্রাক্টর চালক সালাম জানান, চিৎলা বাহাগুদা কচুইখালি এলাকার মাঠ চাষের জন্য যেতে হয়। শুধু ব্রিজটি শেষ না হওয়ায় ৮/১০ কিলোমিটার ঘুরতে হয়। এতে খরচ বেশি হয়।

ব্রিজ নির্মান ধীরগতি ও বন্ধের বিষয় ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের লোকজনের সাথে একাধিকবার মুঠাফানে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তার ব্যবহৃত ফানটি বন্ধ পাওয়া যায়।

গাংনী উপজলা প্রকৌশলী ফয়সাল হোসেন বলেন, সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের লোকজন সঠিক সময় কাজ শুরু করলেও পরে তাদের অর্থনৈতিক জটিলতা দেখা দেয়। শ্রমিক অসন্তোষের কারনে কাজটি বন্ধ ছিল। বেশ কয়েকবার তাগিদ দেয়ার পর ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কাজ শুরু করছে। কাজ শেষ করার জন্য কাজের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে বলে জানান এই কর্মকর্তা।

গাংনীর চাঞ্চল্যকর সুন্দরী বেগম হত্যা মামলার আসামি হাত পা বাঁধা অচেতন অবস্থায় উদ্ধার

গাংনী উপজেলার বামন্দীতে চাঞ্চল্যকর সুন্দরী খাতুন হত্যা মামলার এজাহার নামীয় আসামি জামিরুল(৪৫)কে হাত পা ও মুখ বাঁধা অচেতন অবস্থায় একটি বাগান থেকে উদ্ধার করেছে পুলিশ।

জামিরুল ইসলাম বামন্দীর চাঞ্চল্যকর সুন্দরী বেগম হত্যা মামলার এজাহার নামীয় দুই নম্বর আসামি ও কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলার শিতলাইপাড়া গ্রামের আবু আফনের ছেলে।

তবে, জামিরুল ইসলামের দাবি মামলার বাদি রেজাউল হক তার ছেলে সিরাজ ও সিরাজের ছেলে ইলিয়াস হোসেনের দাবিকৃত তিন লাখ টাকা দিতে না পারায় তারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে।

জামিরুল ইসলাম বর্তমানে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাতে সেখানেই কথা হয় এই প্রতিবেদকের। তবে রাত হওয়ায় অভিযুক্তদের সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

জামিরুল জানান, ২০২০ সালের ২৮ মে গাংনীর বামন্দীতে একটি পরিত্যক্ত বাড়ি থেকে আমার চাচী সুন্দরী বেগমের লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। আমার চাচাকেও আহতাবস্থায় উদ্ধার করে। ওই ঘটনায় আমার চাচীর মোবাইল ফোনের কল রেকর্ড ধরে পরের দিন ২৮ মে আমাকে আটক করেন ডিবি পুলিশ। হত্যাকান্ডের ঘটনায় বাড়ির মালিক রেজাউল হক বাদি হয়ে হত্যা মামলা দায়ের করেন। আমাকে ওই মামলায় দুই নম্বর আসামি করা হয়। এই মামলা থেকে বাঁচানোর জন্য তিন লাখ টাকা দাবি করে আসছেন বাদি রেজাউল হক। গত বুধবার (২৪ জুলাই) আমি মেহেরপুর কোর্টে হাজিরা দিয়ে বামন্দীতে আসি। বামন্দীতে একটি স্থানে আমার সাথে বাদি রেজাউল হক তার ছেলে সিরাজুল ইসলাম ও সিরাজুল ইসলামের ছেলে ইলিয়াস হোসেনের সাথে কথা কাটাকাটি হয়। এক পর্যায় আমাকে চা খেতে দেন তারা। চা পান করার ১৫/২০ মিনিটের মধ্যে আমি চোখে অন্ধকার দেখতে শুরু করি। আমার জ্ঞান থাকা অবস্থায় তারা কারেন্টের তার গলায় পেঁচিয়ে হত্যার চেষ্টা করেন। আমি মারা গেছি ভেবে একটি বাগানের মধ্যে হাত পা ও মুখ বেঁধে ফেলে রেখে যায়। তারপর আর কিছু বলতে পারবো না।

ফ্লাশব্যাক ২০২০ সাল :
২৮ মে সকালের দিকে গাংনীর বামন্দীতে একটি পরিত্যক্ত বাড়ি থেকে সুন্দরী বেগম নামের এক নারীর লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। একই ঘরের চৌকির ওপর থেকে সুন্দরী বেগমের স্বামী রুস্তম আলীকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। তাদের উদ্ধারের পর ক্লুলেস এই হত্যাকান্ডটি নিয়ে মাঠে নামেন তৎকালীন জেলা পুলিশ। ঘটনার ২৪ ঘন্টা পার হতে না হতেই হত্যাকান্ডের রহস্য উদঘাটন করে পুলিশ। মোবাইল ফোনের কল রেকর্ডের সূত্র ধরে দৌলতপুর উপজেলার শিতলাইপাড়া গ্রামে অভিযান চালিয়ে আটক করে নিহত সুন্দরী বেগমের ভাসুর আবু আফ্ফানের ছেলে জামিরুল ইসলামকে।

পরে তৎকালীন মেহেরপুর পুলিশ সুপার এসএম মুরাদ আলী নিজ কনফারেন্স

রুমে সাংবাদিকদের সাথে ব্রিফ করেন এই হত্যাকান্ড নিয়ে। হত্যাকান্ডের রহস্য উদঘাটন করে তিনি বলেন, জমি বিক্রির টাকা লুট করতেই খুন করা হয় সুন্দরী বেগমকে। সুন্দরী বেগম একটি জমি বিক্রি করতে ক্রেতার কাছ থেকে ৫০ হাজার টাকা বায়না নিয়েছিলেন। সেই টাকা ছিনতাই করতে একজন সহযোগীকে নিয়ে সুন্দরীকে হত্যা করেন ভাসুরের ছেলে জামিরুল ইসলাম। মামলাটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ও চাঞ্চল্যকর হত্যা মামলা হিসেবে আমলে নিয়ে রহস্য উদঘাটন করার জন্য জেলা গোয়েন্দা শাখাকে দায়িত্ব দেয়া হয়। জেলা গোয়েন্দা শাখার তৎকালিন ভারপ্রাপ্ত ওসি জুলফিকার আলীর তদন্তে জামিরুল ইসলামকে আটক করেন। আটকের পর তাকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে হত্যাকান্ডের কথা শিকার করেন। পরে জামিরুলকে আদালতে নিলে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় জবানবন্দী দেন। এসময় তিনি সুন্দরী বেগম হত্যা ও জমি বিক্রির টাকা হাতিয়ে নেয়ার কথা স্বীকার করেন। সুন্দরী বেগমকে গলায় শাড়ি জড়িয়ে হত্যা করা হয়। এসময় স্বামী রুস্তম আলী বাঁধা দিলে কুড়াল দিয়ে তার ওপরও হামলা চালায় আসামিরা। দুজনই মারা গেছে ভেবে আসামিরা সেখান থেকে পালিয়ে যায়।
এঘটনায় মটমুড়া গ্রামের রেজাউল হক বাদি হয়ে একটি মামলা দায়ের করেন। যার মামলার নং ১১০/২০ তাং ২৯/০৫/২০২০ ইং। এই মামলায় জামিরুল ইসলাম এজাহার নামীয় দুই নম্বর আসামি।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো: তাজুল ইসলাম বলেন স্থানীয়দের দেওয়া খব পেয়ে বামন্দীর একটি আমবাগান থেকে অচেতন অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেয়া হয়েছে। সঠিকভাবে জ্ঞান ফিরলেই প্রকৃত ঘটনা জানা যাবে।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার ডা. মাসুদুর রহমান জানান, চেতনানাশক ঔষধ দিয়ে তাকে অজ্ঞান করা হয়েছে। ২৪ ঘণ্টা অবজারভেশনে রাখা হয়েছে।

গাংনীতে সড়ক দুর্ঘটনায় চারজন

[redacted]

[redacted]-[redacted] [redacted] [redacted] [